মীলাদের বরকতময় রাত

আল্লামা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনী লেখকগণ মিলাদ বা পবিত্র জন্মরজনীতে সংগঠিত অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

যেমন ঃ

(১) কাবায় যে সকল ভূত-মূর্তি রাখা ছিল তারা মাথা নত করে সিজদায় পড়ে যায়, কেননা ঐ রাত ছিল মূর্তি ধ্বংসকারীর আগমনের রাত।

(২) জন্মের সময় এমন একটি নূর প্রকাশিত হয়, যার আলোকে হযরত আমিনা শামের প্রাসাদসমূহ দেখতে পান।

(৩) ইরানে কেন্দ্রীয় অগ্নিকুন্ড যা এক হাজার বছর থেকে প্রজ্জ্বলিত ছিল, তা হঠাৎ নিভে যায়।

(৪) ইরান অধিপতি কিসরার প্রাসাদ প্রকম্পিত হয় এবং ১৪টি গম্বুজ ধ্বসে পড়ে।

(৫) ইমাম ইবনে ইসহাক তৎপ্রণীত সীরাত গ্রন্থে হিশাম বিন উরুয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন ঃ একজন ইয়াহুদী ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের

রাতে কুরাইশদের এক মাহ্‌ফিলে এসে ইয়াহুদী ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, "আপনাদের ঘরে কারও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে কি না?" তারা উত্তর দিলেন, "খোদার কসম! আমরা জানি না।" তাদের উত্তর শুনে ঐ ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "আল্লাহু আকবার! আপনারা যেভাবে হোক আপনাদের ঘরগুলিতে জিজ্ঞেস করুন। আমার কথাটি অবহেলা করবেন না। আজ রাতে এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থলে একটি গুচ্ছ পরিদৃষ্ট হবে।" ইয়াহুদীর

কথা শুনে তারা মজলিশ ত্যাগ করে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কুরাইশ বংশের কোন ঘরে কি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে?" অবশেষে তারা জানতে পারল যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁর নাম মুহাম্মদ। লোকেরা ঐ ইয়াহুদীর নিকট গিয়ে সংবাদ দিলেন। ইয়াহুদী লোকটি বললেন, "আমি এই ছেলেকে দেখব।" লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে হযরত আমিনার ঘরে গেলেন। ঐ ব্যক্তি হযরত আমিনার ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আপনার সন্তান আমাকে দেখান।" হযরত আমিনা তাঁর নয়নের মণি শিশুসন্তানকে দেখার অনুমতি দিলেন। ইয়াহুদী তাঁর পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে গুচ্ছ (মোহরে নবুওত) দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। ইহুদী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, "তোমার এমন অবস্থা কেন হল?" সে অনুতাপ করে বলল, "আজ থেকে বনী ইসরাইলের বংশে নবুওতের দিন শেষ হয়ে গেল। হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই নবজাতক শিশু তোমাদেরকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তোমাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়দাইশের বরকতময় মুহূর্তে বহু অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। অনেক আধুনিক সীরাত প্রণেতা (রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী লেখক) সেগুলিকে অস্বীকার করতে চান। ইমাম মুহাম্মদ আবু জুহরা তাঁর রচিত খাতামুন্নাবীঈন কিতাবে এ সকল ঘটনা বর্ণনা করার পর যারা অস্বীকার করেন তাদের উক্তিকে শক্তভাবে খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন, "বর্ণনা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, তা ঠিক করার জন্য যা দেখা জরুরী, তা হলো, সনদের দিক দিয়ে উক্ত বর্ণনা কোন স্তরের, যদি সনদ সঠিক হয় এবং বর্ণনাকারী সঠিক হন, তবে রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মুহাদ্দিসীনে কেরাম সনদ ব্যপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই মাপকাঠিতে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে কেবলমাত্র 'বর্ণনা ঠিক নয়' এ ধরনের মন্তব্য করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আল্লমা শেখ মুহাম্মদ আবু জুহরা বলেন, "ইমাম ইবনে কাছির এ সকল ঘটনা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কোন কোনটি সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং কোন কোনটি সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন।"

ইমাম ইবনে কাছির যে সব বর্ণনা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন সেগুলিকে আমরাও গ্রহণযোগ্য মনে করি না। কিন্তু যে সকল বর্ণনা সম্পর্কে ইবনে কাছিরের মত পর্যবেক্ষক ব্যক্তি কোন আপত্তি করেননি; বরং নীরব, আমরাও সেগুলিকে সত্য মনে করি এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

[জাস্টিস আল্লামা পীর মুহাম্মাদ করমশাহ আল আজহারী (রা.) রচিত দ্বিয়াউন্নবী (সাঃ) গ্রন্থ থেকে অনুদিত]